যুগান্তর

9 FEB 203

উচ্চশিক্ষার মান

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উচ্চশিক্ষার গুণগত মান, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠোপকরণ ও পাঠ্যসূচি– এই বিষয়গুলির কোনটিই সময়োপযোগী নয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই ধরনের সমস্যা থাকিলে উহার পরিণতিও জানা থাকে। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উন্নত বিশ্বের গবেষণা ও একাডেমিক কার্যক্রম হইতে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষার কদর দুনিয়ার কোথাও নাই। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মেধা ও যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। কেন আমরা যুগের সহিত তাল মিলাইতে পারিতেছি না, মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদনে উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃহস্পতিবার পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, কমিশনের প্রতিবেদনে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি না থাকা, শিক্ষকদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে বেশি জড়াইয়া পড়া, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে দলীয়করণ, ঠিকমতো ক্লাস না নেওয়া, ত্রুটিপূর্ণ সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতিকে এই জন্য দায়ী করা হয়। ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট দখল না থাকাও একটি বড় সমস্যা। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি যথার্থ কমিটমেন্ট না থাকিবার বিষয়টিও বহুল আলোচিত। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা লক্ষাধিক। এই সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। খুব মেধাবী না হইলে ভর্তি হওয়া যায় না। শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাইতে হইলেও সকল পরীক্ষায় ভাল ফল আবশ্যক। তাহাদের বেশিরভাগের উচ্চতর ডিগ্রিও থাকে। কিন্তু তাহার পরও শিক্ষার মানে কেন ঘাটতি থাকিবে? স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় যাহারা মেধাবী হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়, তাহারা কেন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিবে না? গলদ কী তাহা হইলে গোড়াতেই? মঞ্জুরি কমিশন শিক্ষার মানে ঘাটতি দূর করিতে জাতীয় উচ্চ শিক্ষানীতি গ্রহণ, পাঠোপকরণ ও পাঠ্যসূচি সময়োপযোগী করা, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষকদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি পদক্ষেপের সুপারিশ করিয়াছে। এইগুলির যথার্থতা লইয়া দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু একই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নিচের শ্রেণী হইতেই উপযুক্তরূপে গড়িয়া তুলিবার বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিতে হইবে। ভিত্তি সবল না হইলে মুখস্থবিদ্যা প্রাধান্য পাইবে, ইহাই স্বাভাবিক। ইহাতে প্রতিটি পর্যায়ে পাসের হার ভাল থাকিবে এবং গ্রেডিংয়ের বিচারে মেধাবীদের তালিকাও বড় হইবে। কিন্তু প্রকৃত মেধাবীর আকাল থাকিয়া যাইবে। মঞ্জুরি কমিশন যে সকল সমস্যাকে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে, সেইগুলি দূর করিবার জন্য সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কমিশনেরও দায়িত্ব রহিয়াছে। সরকার ও মঞ্জুরি কমিশনসহ শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত ও পরিকল্পিত উদ্যোগ বর্তমান হতাশাজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটাইবার জন্য অপরিহার্য। সমস্যা চিহ্নিত করা হইবে কিন্তু উহার সমাধানে কোন কার্যকর উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে না– এমনটি কোনভাবেই কাম্য নয়।